স্বাস্থ্য বিভাগের অভিযানের ভয়ে—

স্বাস্থ্য বিভাগের অভিযানের ভয়ে গাংনী উপজেলার প্রায় প্রতিটি ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে একদিনের জন্য ৫ হাজার টাকা দিয়ে এমবিবিএস ডাক্তার ভাড়া করে রেখেছিলেন মালিকরা।

অবৈধ ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার বন্ধের ৭২ ঘন্টার নির্দেশ দিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন জারী করে। মন্ত্রণালয়ের ৭২ ঘন্টার নির্দেশের শেষ দিনে ৩১ মে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ৩ ও মুজিবনগর উপজেলায় ৫টি অবৈধ ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিলগালা করে দেই স্বাস্থ্য বিভাগ। সরকারের মন্ত্রণালয়ের বেধে দেওয়া আল্টিমেটাম শেষ হলেও গাংনী উপজেলাতে এ নির্দেশ উপেক্ষিত হয়েছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাক্তার জাহিদ রেজা ঢাকাতে প্রশিক্ষণে থাকায় এখন পর্যন্ত কোনো অভিযান চালানো হয়নি বলে জানিয়েছেন তিনি ।

তবে, আগের দিন সদর ও মুজিবনগরে অভিযান চালিয়ে ৮ টি ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক স্টোর সীলগালার খবর শোনার পর গাংনী উপজেলার অধিকাংশ ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিত সেন্টারে একদিনের জন্য ৫ হাজার টাকা দিয়ে ডাক্তার বসিয়ে রেখেছিলেন মালিকরা।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একটি ক্লিনিক মালিক জানান, গাংনী উপজেলার অধিকাংশ ক্লিনিক এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টারের লাইসেন্স নবায়ন নেই। তারা অভিযানে বেশ আতংকিত। সবার মাঝেই তার প্রতিষ্ঠান বন্ধের আতংক বিরাজ করছে। সদর এবং মুজিবনগরে অভিযান চালিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ। তাই আজকে গাংনীতে অভিযান চলবে এমনটিই ভেবেছিলেন ক্লিনিক মালিকরা। তাই মালিকরা অভিযানের ভয়ে ডাক্তারকে একদিনে ৫ হাজার টাকা দিয়ে ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে রেখেছিলেন।

উল্লেখ্য, গাংনী উপজেলাতে ১১ টি ক্লিনিক ও ১৮ টি ডায়াগনস্টিক রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স থাকলেও অধিকাংশই নবায়ন করেননি।

উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে গ্রামীণ সড়কগুলোতে

গাংনী উপজেলায় অতি দরিদ্রদের জন্য সরকারের কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) প্রকল্পে উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে গ্রামীণ সড়কগুলোতে। এতে হতদরিদ্র অসহায় নারী পুরুষদের বেকারদের জন্য সৃষ্টি হয়েছে কর্মসংস্থান, আর প্রাণ ফিরে পাচ্ছে অবহেলিত রাস্তাগুলো।

গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন সূত্র জানায়, ধানখোলা ইউনিয়নের জালশুকা কবরস্থান থেকে ভায়া তেঁতুলবাড়িয়া রাস্তা ভায়া দলেপাড়া মাসুদের বাড়ি হতে একরামুলের বাড়ি পর্যন্ত ৩ কিলোমিটার কাঁচা মাটির সড়কটি র্দীঘদিন যাবত সংস্কার না হওয়ায় চলাচলে চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছিলেন এলাকাবাসী। সম্প্রতি সেটি সংস্কারে ইজিপিপি প্রকল্পে বরাদ্ধের অনুমোদন দেয় উপজেলা প্রশাসন। এরপর ৮৫ জন শ্রমিক দৈনিক চারশ টাকা মজুরিতে মাটি কেটে সড়কটি সংস্কারের কাজ শুরু করেন। এতে উন্নয়নের ছোঁয়ায় বদলে গেছে গ্রামীণ এই সড়কের চিত্রটি। জালশুকা গ্রামের কৃষক রজব আলী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হারান মন্ডল ও শুকচাদ আলী বলেন, এলাকার মানুষের জন্য

এই রাস্তাটি গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে মাঠের কৃষকরা তাদের ফসল ঘরে তুলে আনেন এই রাস্তা দিয়েই। দীর্ঘদিন অবহেলিত ছিল। রাস্তাটিতে মাটি ফেলার জন্য এখন চলাচলের উপযোগী হয়েছে।

গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার (পিআইও) নিরাঞ্জন চক্রবর্তি জানান, গাংনী উপজেলার ৯টি ইউনিয়নে (ইজিপিপি) প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে গ্রামীণ সড়কগুলো মেরামত করে প্রসস্তের কাজ শুরু হয়েছে ৪৫ টিরও বেশি প্রকল্পে। এতে কর্মহীন ২ হাজার ৬৩১ জন শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে।প্রতিদিন একজন শ্রমিক ৩৫ ঘনফুট করে মাটি কেটে থাকেন। তিনি বলেছেন, প্রকল্পের কাজ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য প্রকল্প অফিস থেকে প্রতিদিন তদারকি করা হয়ে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন ইউনিয়নের জন্য একজন করে ট্যাগ অফিসার দেখভাল করেন।

মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের

সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেছেন, কর্মসৃজন প্রকল্প বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী কর্মসূচী। এই কর্মসূচীর ফলে গ্রামের অসহায় হতদরিদ্র পরিবারের মানুষের যেমন কর্মসংস্থান হচ্ছে। তেমন, গ্রামের ছোট খাটো কাঁচা রাস্তাগুলো সংস্কার হয়ে চলাচলের উপযোগী হয়ে উঠছে।

তিনি আর বলেছেন, গ্রামীণ সড়কগুলির উন্নয়নে উপজেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট তদরাকি কর্মকর্তাদের কঠোর নজরদারির ফলে প্রকল্পের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বেড়েছে। এছাড়া প্রকল্পের শ্রমিকদের মজুরির টাকা জিটুপি পদ্ধতিতে (সরাসরি সরকার থেকে পারসন) নগদ একাউন্টের মাধ্যমে পরিশোধ হচ্ছে। ফলে এই প্রকল্পের কাজে এখন নগদ টাকা লেনদেন না থাকায় অনিয়মও কমেছে।
সেই সঙ্গে বেকারদের কর্মসংস্থান হওয়ায় অনেক অসহায় পরিবারের অভাব দূর হচ্ছে বলেও মনে করেন তিনি।

প্রকল্পে কর্মরত শ্রমিকের সর্দার আশরাফুল ইসলাম, সাজেদুল ইসলাম, জিনারুল ইসলাম, স্বামী পরিত্যক্তা সফুরা খাতুন, লাইলী আক্তার জানান, বর্তমানে তাদের মোবাইল ব্যাংকিং সেবা নগদ একাউন্টে সরাসরি মজুরির টাকা পরিশোধ করা হচ্ছে। তারা বলেন, এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ৪০ দিনের মজুরির টাকা নগদ একাউন্টের মাধ্যমে পেয়েছেন বলে জানান।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএন) মৌসুমী খানম জানান প্রকল্পের কাজ সঠিক ভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিটি ইউনিয়নে কমিটি করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিয়নে কাজ তদারকির জন্য ট্যাগ অফিসার হিসেবে একজন সরকারি কর্মকর্তা আছেন। প্রকল্পগুলোতে শতভাগ শ্রমিক উপস্থিত থাকার জন্য উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। কোনো রকম অনিয়ম পেলে তাদের বীল দেওয়া হবেনা।

পাশপাশি আমি নিজে এসব প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে ঘুরে দেখছি। এতে অনিয়নের আর কোনো সুযোগ নেই।

তিনি আরও জানান, ইজিপিপি প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ সড়কগুলোতে উন্নয়ন হচ্ছে। ফলে এসব সড়কে যোগাযোগ সুবিধা আগের চেয়েও অনেক ভাল।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে ২ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে নিয়মিত মামলার ১ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ১জনসহ জনকে গ্রেফতা করেছ।

নিয়মিত মামলায় গ্রেফতারকৃত হলেন, মেহেরপুর শহরের কেশবপাড়া এলাকার তোফাজ্জেল হোসেন শাহ’র ছেলে আরিফুল ইসলাম পাপ্পু (২৬)। তার নামে সদর থানায় একটি মামলা রয়েছে। মামলা নং ৩৫, তারিখ ২৯/০৫/২০২২ ইং।
অপরজন সিআর মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামী।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ দারা খানের নেতৃতে সোমবার দিবাগত রাতে অভিযান চালিয়ে তাদের দুজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

সদর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ দারা খান জানান, গ্রেফতারকৃতদের মঙ্গলবার সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস পালিত

“তামাকমুক্ত পরিবেশ, সুস্বাস্থ্যের বাংলাদেশ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রীর ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মেহেরপুরে র্যালী ও আলোচনা সভা মধ্য দিয়ে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস পালিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে এ

আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন,পিপি পল্লব ভট্টাচার্য, উপজেলা নির্বাহী অফিসা আসাদুজ্জামান রিপন, মেহেরপুর জেলার ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডাঃ অলোক কুমার দাস, মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের আর.এম.ও মকলেছুর রহমান, মেহেরপুর জেলা শিক্ষা অফিসার মাহাফুজুল হোসেন, জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা কাজী কাদের মোহাম্মদ ফজলে রাব্বী, মইনুল আলম প্রমুখ।

আলোচনার আগে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ আসরাফুজ্জান ভুঁইয়ার নেতৃত্বে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ থেকে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে মেহেরপুর জেলা প্রশাসককের কার্যালয় চত্বরে গিয়ে শেষ হয় ।

গাংনীতে বাস চাপায় শিশুর মৃত্যু

গাংনীতে যাত্রীবাহি বাসের চাপায় হাম্মাদ আলী (২) নামের এক শিশু নিহত হয়েছে। শিশু হাম্মাদ গাংনী পৌর এলাকার পশ্চিম মালসাদহ গ্রামের প্রবাসী আব্দুর রহিমের ছেলে।

আজ মঙ্গলবার সকাল ৯ টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলার পশ্চিম মালসাদহ জোড়া ব্রিজের নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, হাম্মাদ বাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তা পার হচ্ছিল। এসময় মেহেরপুর থেকে কুষ্টিয়া গামি দ্রুতগতির একটি দূরপাল্লার যাত্রীবাহি বাস তাকে চাপা দেয়। হাম্মাদ গুরুতর ভাবে আহত হয়।

স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তবরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি আব্দুর রাজ্জাক ঘটনার

সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

মুজিবনগরে রতনপুরে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে জখম

মুজিবনগরের রতনপুরে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি প্রভুদান খাঁ রিপন (৪৫) নামের এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে জখম করা হয়েছে। সোমবার রাত সাড়ে ৯ টার সময় বাগোয়ান ইউনিয়ন রতনপুর গ্রামের চার রাস্তার মোড়ের এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি প্রভুদান খাঁ রিপন তার নিজ দোকানে মাইক মেরামত করার পরে সাউন্ড পরীক্ষা করছিল।

এসময় গাংনী থানার জুগিন্দা গ্রামের প্রভুদান এর ছেলে বর্তমানে রতনপুর গ্রামের ঘর জামাই সুন্দর তাকে মাইক বন্ধ করতে বলে। সুন্দরের কথা অনুযায়ী মাইক বন্ধে কয়েক মিনিট দেরি হওয়াতে সুন্দর, তার ছেলে আদি এবং সুন্দরের স্ত্রী পপি মিস্ত্রি রিপন কে এলোপাতাড়ি ভাবে মারপিট শুরু করে। এ সময় রিপনকে স্থানীয় জনগন বাঁচাতে এগিয়ে আসলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। স্থানীয় জনগণ আহত অবস্থায় রিপন কে মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছুটি প্রদান করেন।

বাগোয়ান ৬ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক টুইস মন্ডল
(৪৪) বলেন সুন্দর একজন দাঙ্গাবাজ সন্ত্রাসী টাইপের ব্যক্তি। তার এই বিভিন্ন খারাপ কার্যকলাপের কারণে সে তার নিজের গ্রাম গাংনী উপজেলার জুগিন্দা থেকে বিতাড়িত হয়ে রতনপুর এসে ঘর জামাই হিসেবে বসবাস করছে। গ্রামের জামাই হিসাবে তার এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে তার বিচারের দাবি করছি।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত উপরোক্ত বিষয়ে মুজিবনগর থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছিল।

গাংনীর মটমুড়া ইউপিতে উন্মুক্ত বাজেট সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ৫ নং মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের উন্মুক্ত বাজেট সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার দুপুর ৩টায় ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে ইউপি চেয়ারম্যান সোহেল আহম্মেদের সভাপতিত্বে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ২ কোটি ২০ লাখ টাকার খসড়া বাজেট ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা জন সম্মুখে ঘোষণা করেন মটমুড়া ইউপি সচিব মতিয়ার রহমান।

উন্মুক্ত বাজেট সভায় এলাকার সর্বস্তরের জনসাধারণ ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বাজেটের আলোকে সংযোজন ও বিয়োজন বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহন করেন। ইউপি চেয়ারম্যান সোহেল আহম্মেদ জনগণের বিভিন্ন দাবির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী দাবিগুলোকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষক সোহরাব হোসেন, সমাজ কর্মী আরোজ আলী, ইউপি সদস্য বৃন্দসহ এবং মটমুড়া ইউনিয়নের সামাজিক, রাজনৈতিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

বসুন্ধরা গ্রুপের সংবর্ধনা ও সম্মান আমার ভবিষ্যতে চলার পথে উৎসাহ যোগাবে

বসুন্ধরা গ্রুপের সংবর্ধনা ও সম্মান আমার ভবিষ্যতে চলার পথে উৎসাহ যোগাবে। বুসন্ধরা গ্রুপ দেশের প্রতিটি জেলা থেকে হাতড়ে বের করেছে তৃণমূল পর্যায়ে অবদান রাখা সংবাদকর্মীদের। বসুন্ধরা গ্রুপের দেয়া এই সম্মান মেহেরপুর তথা বাংলাদেশের সংবাদকর্মীদের

জন্য গর্বের বিষয়। কাজের মূল্যায়ন পাওয়া যায় দেখে নিশ্চয়ই দেশের প্রতিটি জেলার সংবাদকর্মীরা তৃণমূল পর্যায়ে বর্তমান তথা আগামী দিনে অবদান রাখতে চেষ্টা করবে।

সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বসুন্ধরা ইন্টারন্যাশনাল কনভেশন হলে বসুন্ধরা মিডিয়া গ্রুপ আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে বসুন্ধরা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড ২০২১ প্রদান করা হয়। এসময় ৬৪ জন প্রবীণ সাংবাদিকদের প্রত্যেককে সম্মাননা ক্রেস্ট, সন্দপত্র, এক লক্ষ টাকার চেক ও উত্তরীয় পরানো হয়। অনুষ্ঠানে সম্মাননা পেয়ে এ প্রতিক্রিয়া জানান মেহেরপুরের প্রবীণ সাংবাদিক তোজাম্মেল আযম।

তিনি বলেন, আমি কৃতজ্ঞ বুসন্ধরা গ্রুপের কাছে, আমাকে মূল্যায়ন করার জন্য। আমি বুসন্ধরা গ্রুপের কাছে দাবি রাখবো দেশের বিভিন্ন জেলায় যেসব সংবাদকর্মীরা তৃণমূল তথা দেশের জন্য সংবাদপত্রে যথেষ্ট অবদান রেখেছে। বর্তমানে অসহায় দিনযাপন করছেন তাদেরও মূল্যায়ন করার।

অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাসান মাহমুদ, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. নাজমুল হক নাসিম, বসুন্ধরা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড-২০২১ জুরিবোর্ড প্রধান অধ্যাপক ড. মো. গোলাম রহমান।

স্বাগত বক্তব্য দেন বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়েম সোবহান আনভির।

অনুষ্ঠানে সাংবাদিক তোজাম্মেল আযমসহ সারাদেশে ৬৪ জন প্রবীণ সাংবাদিক এবং ১১ জন অনুসন্ধানী সাংবাদিককে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

মেহেরপুরের প্রবীণ সাংবাদিক তোজাম্মেল আযমের জন্ম ১৯৫৮ সালের ২১ ফ্রেব্রুয়ারি জেলার গাংনী উপজেলার মাথাভাঙ্গা নদী পাড়ের কোদালকাঠি গ্রামে। তবে ১৯৬০ সাল থেকে তিনি মেহেরপুর জেলা শহরের কাথুলী সড়কে বসবাস শুরু করেন। পিতা মরহুম আবদুল গফুর ও মাতা মরহুমা ফাতেমা বেগমের বড় সন্তান তিনি। ১৯৭৮ সাল থেকে তিনি সংবাদকর্মী হিসেবে কাজ শুরু করেন। দৈনিক যুগান্তরের

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জেলা প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করছেন তোজাম্মেল আযম। মেহেরপুর জেলার প্রথম সংবাদপত্র (১৯৮৫) সাপ্তাহিক পরিচয় ও দৈনিক আযম এর সম্পাদক ও প্রকাশক তিনি।

তোজাম্মেল আযম কাজ করেছেন চ্যানেল ওয়ান টেলিভিশনে। এছাড়া দৈনিক প্রতিদিন, দৈনিক দেশ, দৈনিক বাংলা, দৈনিক জনকন্ঠ’র মত জনপ্রিয় সংবাদপত্রে মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধির কাজ করেছেন। শিশু প্রকাশের শিশু সাংবাদিকদের টিম লিডারের দায়ীত্ব পালন করেছেন। মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে তিনি ৩য় বারের মত সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। সাংবাদিকদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে তিনি সংবাদকর্মীদের পাশে থেকে কাজ করে চলেছেন এখনো।

২০০৭ সালে মেহেরপুর ভৈরবনদ পুনখনন দাবিতে সমাবেশ ও প্রতিকী খনন কর্মসুচিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। জেলার বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ সেই কর্মসূচিতে অংশগ্রহন করেন। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক কাজেও তিনি পিছপা হননি কখনো।

সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি লেখালেখির মাধ্যমেও নিজেকে মেলে ধরেছেন। মেহেরপুরের সংস্কৃতি, ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধে মেহেরপুরের ভূমিকা নিয়ে তিনি বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। তার প্রকাশিত গ্রন্থগুলো হচ্ছে- নীলিমায় নীলিমায়, পরিচয় প্রকাশনা (১৯৮৭), মেহেরপুরের ইতিহাস ঐতিহ্য, গতিধারা (২০০৯), মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাস: মেহেরপুর জেলা, তাম্রলিপি (২০১৭), মেহেরপুরের সংস্কৃতি ও লোক ঐতিহ্য, অন্বেষা (২০১৯), মুজিবনগর: যুদ্ধজয়ের উপাখ্যান, অন্বেষা (২০২১)।

মেহেরপুর পৌরসভা নির্বাচনে দুই কাউন্সিলর প্রার্থীর নাম বিভ্রাট

মেহেরপুর পৌরসভা নির্বাচনের ৭ নং ওয়ার্ডের দুই প্রার্থীর মধ্যে শুরু হয়েছে নামের বিড়ম্বনা। অবশেষে সমাধান পেতে নির্বাচন কমিশনের

দারস্থ্য হলেন একজন প্রার্থী।

এরা হলেন, পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের বর্তমান কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজিব তার প্রতীক উটপাখি। অপরজন হলেন একই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থী তারিকুল ইসলাম রাজিব তার প্রতীক টেবিল ল্যাম্প।

কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজিবের অভিযোগ তরিকুল ইসলামের নামের কোথাও রাজিব শব্দটি নেই। তার জাতীয় পরিচয়পত্রে রাজিব নেই অথচ, সে পোষ্টারে ও মাইকে প্রচার প্রচারণার সময় তারিকুল ইসলাম রাজিব বলছেন। তিনি অভিযোগ করেন তারিকুল ইসলাম তার নামের সাথে রাজিব যোগ করার কারণে সাধারণ ভোটাররা বিভ্রান্ত হচ্ছেন। এলাকার ভোটাররা আমাকে রাজিব হিসেবে চেনেন। সে তো ভোটারদের কাছে অপরচিত। নামের বিভ্রাটে আমার ভোট তার বাকসে পড়তে পারে। তাই আমি প্রতিকার পেতে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ করেছি।

তারিকুল ইসলামের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাকে পাওয়া যায়নি।

এব্যাপারে মেহেরপুর পৌরসভা নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার তারেক আহম্মেদ বলেছেন, এব্যাপারে একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। নামের বিষয়টি সাধারণত ওভারলুক করা হয়ে থাকে। যেহেতু প্রার্থী লিখিত অভিযোগ করেছেন। তাই বিষয়টি সুরাহার জন্য আগামীকাল মঙ্গলবার তাদের দুজনকে অফিসে ডাকা হয়েছে। একটা সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

মেহেরপুরে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী পালিত

সাবেক রাষ্ট্রপতি ও সেনা প্রধান জিয়াউর রহমান (বীর উত্তম) এর ৪১ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকেলে মেহেরপুর শহরের বড় বাজার এলাকায় জেলা বিএনপির

কার্যালয়ে এ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক লিটনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খাঁন ছাতু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক প্রভাষক ফয়েজ মোহাম্মদ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারন সম্পাদক অ্যাড. নজরুল ইসলাম, সদর থানা যুবদলের সাবেক সভাপতি হাসিবুজ্জামান, সহ-সাধারণ সম্পাদক হুজাইফা ডিক্লেয়ার, যুবদল নেতা মনিরুল ইসলাম মনি, ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি প্রমুখ। এছাড়াও জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। পরে জিয়াউর রহমানের আত্মার শান্তি কামনা করে দোয়া করা হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৮১ সালের ৩০ মে এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা জিয়াউর রহমান নির্মমভাবে নিহত হন।